

## শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড ও শিক্ষকরা জাতির বিবেক

শাহাদাত হোসেন

বুঝতে শেখার বয়স থেকেই "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড" আর "শিক্ষকরা জাতির বিবেক" স্লোগানদুটির প্রচারে প্রচারে আমার মধ্যে এমন একটি মানসিকতা কাজ করতো যে বড় হয়ে আমি শিক্ষকই হবো। এবং দুর্ভাগ্যক্রমে এই আবেগের বশবর্তী হয়ে আমি কিছুকাল একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছি। শুধু তাই নয় পরিবারের আরো দু-একজনকে উৎসাহিত করেছি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে। দুর্ভাগ্যক্রমে এজন্যে বললাম যে বাস্তবিকই যখন এ-মহান পেশায় আত্মনিয়োগ করলাম, তখনই আমার বিশ্বাস ক'রা উল্লিখিত স্লোগানদুটির অন্তসারশূন্যতা আমার কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়লো। একেতো যে-পরিমাণ বেতন পেতাম তাতে আমার সংসার খরচ দশ দিন চলতো; সংসার খরচের বাকী টাকাটা যোগাড় করতে হতো টিউশনি করে করে। তদুপরি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সদস্যরা, যাদের অধিকাংশই প্রায় অশিক্ষিত, শিক্ষকদের মনে করে তাদের গৃহভৃত্য। স্বাধীনভাবে কাজ করার কোনো সুযোগই অবশিষ্ট রাখে না শিক্ষকদের জন্যে। তারা এমন আচরণ করে যাতে শিক্ষকদের মনে হতে থাকে তারা কাজ করছেন ১১ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপকের উদ্ভূত প্রশাসনের দীর্ঘ ছায়ার নিচে। একজন পেশাদারীর পারিশ্রমিকের অর্থ দিয়ে যদি তার জীবনের মৌলিক চাহিদা না মেটে, তার জীবনের প্রধান এলাকায়ই যদি বিরাজ করে সংকট, তাহলে কিভাবে সে জাতির মেরুদণ্ড নির্মাণে ভূমিকা পালন করতে পারে তা আমার হিসাবে আজও মেলেনি! সে- তো আর সংসারত্যাগী সন্যাসী নয় যে খেয়ে না খেয়ে তাঁর জীবন সে উৎসর্গ করে যাবে সমাজ রাষ্ট্রের জন্যে! তাঁর রয়েছে পিছুটান, রয়েছে পরিবারের আর সব সদস্যের চাহিদা মেটানোর ভার। যার নিজের মেরুদণ্ডটি বাঁকা হয়ে পড়েছে অভাবের তাড়নায়, সে কি করে গ'ড়ে তুলবে জাতির মেরুদণ্ড? যে পরাধীন মুখ গ্রাম্য ব্যবস্থাপনা পরিষদের দুর্দাম প্রভাবের নিচে থেকে কাজ করে, সে কি করে পালন করবে জাতির বিবেকের ভূমিকা?

এম,এস,সি, পাশ একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে জানি। এস,এস,সি, আর এইচ,এস,সি-তে যিনি স্টার মার্কস পেয়ে কৃতকার্য হয়েছেন। তার সর্বসাকুল্যে বেতন আসে ৩১০০ টাকা (নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে হয়তো পাবে ৪৫০০ টাকা)। এই পরিমাণ বেতনেতো তার এক মাসের চাউল কেনাও হবে না। তাহলে কি হবে তার স্ত্রী সন্তানদের, তাদের লেখাপড়ার; সে কিভাবে আত্মনিয়োগ করার অবসর পাবে জাতির মেরুদণ্ড নির্মাণে? আর সামাজিক মর্যাদার কথা ছেড়েই দিলাম। রাষ্ট্রের এই প্রহসন মূলক অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ সমাজের সাধারণ মানুষ বেশ ভাল ভাবেই বুঝে। তারা জানে রাষ্ট্রশিক্ষকশ্রেণীকে বেশ অবজ্ঞার চোখে দেখে বলেই তাদের বেতন স্কেল নির্ধারিত হয়েছে ১৭ তম গ্রেডে। তারা জানে যে রাষ্ট্র এমন ধারণা পোষে যেনো গরীব হওয়াই শিক্ষকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই শিক্ষকরা সমাজের চোখে একজন অসহায় দরিদ্রের প্রতিমূর্তি হয়ে বিরাজ করছে! এমন ঘটনা বিরল নয় যে পাত্রীর অভিভাবকরা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে নিজেদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিরন্তর অভাবের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার ঝুঁকি নিতে সম্মত নয়। সবচেয়ে প্রহসনের ব্যাপার হচ্ছে উক্ত পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয় মাস্টার্স ডিগ্রি। অথচ বি,সি,এস-এ শিক্ষকতা যোগ্যতা স্নাতক ডিগ্রি। একজন বি,সি,এস, ক্যাডারের বেতনের সাথে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতনের পার্থক্য আকাশ পাতাল। সরকারের বক্তব্যের ভাবটা এমন যে, যারা স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছে কিন্তু মেধাবী নও, তারাই আসো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হতে। এমন মানসিকতা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করলে প্রতিভা তো দূরে থাক একজন ভালো কেরানীও তৈরি করতে পারবে না আমাদের বিদ্যালয়গুলো। এবং বর্তমান বাংলাদেশ ক্রমশ এগুচ্ছে সেদিকেই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা ছেড়েই দিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পর্যন্তই পরিমাণ বেতন পান, তাতে তাঁদের কারোরিই মাসিক সংসার খরচ মেটে না। ডঃ হুমায়ুন আজাদ বলেছেনঃ " একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচুমানের শিক্ষক যে-বেতন পান তাতে তার সংসার খরচ একুশ দিন চলে"। কি ভয়াভয় তথ্য! এই যদি হয় অবস্থা তাহলে সম্মানিত শিক্ষক সংসার খরচের বাকী টাকাটা পাবেন কোথা থেকে? সে কি পার্ট-টাইম করবে কোনো কোচিং সেন্টারে? জাতীর সৌভাগ্য যে এখনো যারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতা করেন তারা অধিকাংশই মহত্বের প্রেরণা থেকেই এ-কাজ করেন; এবং অধিকাংশের পৈতৃক সূত্রে আর্থিক স্বচ্ছলতার ভিত্তি বেশ ভালো। কিন্তু কি হবে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে ওঠে আসা কোন প্রতিভার? যার রয়েছে সংসারের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব? সে-কি ভাবে মেটাবে সংসারের চাহিদা? সে কি বাধ্য হবে না একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জাতির মেরুদণ্ড নির্মাণ হতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের মেরুদণ্ড যেভাবে শক্ত থাকে তার ব্যবস্থা করা? শিক্ষকরা যদি প্রকৃতই হয় জাতির বিবেক, তাহলে সরকার কেনো এ-বিবেকের টিকে থাকাকেই করে তুলছে দুরূহ?

রাস্ট্র কর্তৃক এমন নিরুৎসাহপূর্ণ অবস্থায় অবধারিতভাবে যা হচ্ছে তা হলো মেধাবী তরুণ-তরুনীরা , প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, শিক্ষকতা বাদ দিয়ে বেছে নিচ্ছেন অন্য কোন পেশাকে, যা থেকে অন্তত প্রয়োজন মেটাবার অর্থ উপার্জন করা যায়! আর এ-অবস্থা জাতির সামগ্রিক শিক্ষার মানকে শোচনীয়ভাবে কমিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষকশ্রেণী ক্রমশঃ হয়ে পড়ছেন মেধাশূন্যশ্রেণী। মননবিরহিত শিক্ষকমণ্ডলী সৃষ্টি করে চলছেন মেধাশূন্য শিক্ষার্থীশ্রেণী। দেশের শিক্ষানুরাগী সবাইকে আন্তরিকভাবে সচেষ্টি হতে হবে সরকারকে উৎসাহী বা বাধ্য করতে এ-দুরবস্থা নিরশনে। শিক্ষকদের দিতে হবে যথেষ্ট পারিশ্রমিক; পরিবর্তন করতে হবে তাদের বেতনের স্কেল সন্তোষজনক মাত্রায়। তবেই এ-পেশায় এগিয়ে আসবে মেধাবীশ্রেণী। অন্যথায় বিদ্যালয়গুলো হয়ে পড়বে মেধাশূন্যশিক্ষক-ছাত্রের সময় অপচয় করার কেন্দ্রস্থল।